সংবাদ

তারিখ 25 AUG 2013
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

আদিবাসীদের শিক্ষা প্রসঙ্গে

বাংলাদেশে ৪৫টি আদিবাসী গোষ্ঠীর প্রায় ২৫ থেকে ৩০ লাখ মানুষের বসবাস রয়েছে। এরা প্রায় ৩০টি ভিন্ন ভিন্ন ভাষা ব্যবহার করছে। কিন্তু নানা রকমের প্রতিবন্ধকতার কারণে আদিবাসী শিক্ষার্থীদের স্কুলে যাওয়ার হার মাত্র ৬৭ শতাংশ। এমনকি প্রায় ৪৪ শতাংশ শিশু শিক্ষার কোন প্রকার সুযোগই পায় না। বিষয়টি নিয়ে ৫ আগস্ট দৈনিক সংবাদ একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। আদিবাসী শিশুদের শিক্ষার উন্নতি না ঘটিয়ে সরকারের ঘোষিত ২০১৫ সালের মধ্যে শতভাগ প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। তাই সরকারকেই এই দায়িত্ব নিতে হবে।

গত ৪ আগস্ট রাজধানীর ব্র্যাক সেন্টারে আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস ২০১৩ উপলক্ষে 'আদিবাসী শিশুর মাতৃভাষায় শিক্ষা বর্তমান পরিস্থিতি' শীর্ষক আলোচনা সভাটির আয়োজন করে বেসরকারি সংস্থা মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন। মূলত আদিবাসীদের মধ্যে দারিদ্র্য এবং ভাষাগত প্রতিবন্ধকতার কারণে ৩৩ শতাংশ শিক্ষার্থী প্রাথমিক শিক্ষা থেকে ঝরে পড়ে। আর প্রাথমিক স্তরে যারা টিকে যায় তারা তাদের পূর্ব পাঠের অপূর্ণতা নিয়ে মাধ্যমিক স্তরে গিয়ে পরীক্ষায় খারাপ ফল করে। এছাড়া আদিবাসী এলাকায় পর্যাপ্ত স্কুল না থাকা এবং উপযুক্ত আদিবাসী শিক্ষকের অভাবে নিজ ভাষায় শিক্ষা গ্রহণ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে শিক্ষার্থীরা। আদিবাসীদের শিক্ষার উন্নয়নে সরকারি উদ্যোগ না আসলেও এবং ২০ থেকে ২৫টি এনজিও কাজ করলেও এসব সংস্থা প্রজেক্টভিত্তিক হওয়ায় ফান্ড শেষ হয়ে গেলে প্রজেক্টও শেষ হয়ে যায়। আবার যেসব এলাকা দুর্গম, সেসব এলাকায় পৌঁছায় না এদের সাহায্য।

এ পর্যন্ত যত সরকারই ক্ষমতায় এসেছে কেউই আদিবাসীদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল না। ক্ষমতাসীন মহাজোট সরকার আদিবাসীবান্ধব বলে দাবি করলেও বাস্তব চিত্র একেবারেই ভিন্ন। আর আদিবাসীদের প্রতি সরকারের সহানুভূতি না থাকার কারণে তারা বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

কথা হচ্ছে, আদিবাসীদের পরিপূর্ণ শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হলে সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে। ২০১৫ সালের মধ্যে শতভাগ প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়িত করতে হলে বাঙালিদের পাশাপাশি আদিবাসী শিশুদের শিক্ষারও উন্নতি ঘটাতে হবে। এক্ষেত্রে তাদের মধ্যকার যেসব প্রতিবন্ধকতা রয়েছে যেমন- দারিদ্র্য, ভাষাগত প্রতিবন্ধকতা, প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের পূর্ব পাঠের অপূর্ণতা, পর্যাপ্ত স্কুলের অভাব এবং উপযুক্ত আদিবাসী শিক্ষকের অভাব-এগুলো দ্রুত দূর করতে হবে। কাজটি করতে হবে একটি টাস্কফোর্স গঠন করে।

আদিবাসী শিশুদের শিক্ষার উন্নতি ঘটিয়েই সরকারের ঘোষিত ২০১৫ সালের মধ্যে শতভাগ প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়িত করতে হবে। এর কোন বিকল্প নেই।